লুইতপার ফিল্মসের
নিবেদন

মণিমা

কাহিনী

ডিব্রুগড় শহরে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাহেবের একমাত্র সন্তান জোনালী, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চশিক্ষিত যুবক দীপংকরের ভাবী বধূ। এদের অবাধ মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠতা তাই লোকের চোখে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

ব্যবসার সূত্রে দীপংকরকে কিছুদিনের জন্য আমেরিকা সফরে যেতে হবে। সাময়িক বিচ্ছেদ ও অদর্শনের বেদনা লাঘব করবার জন্যে শহর থেকে দূরে প্রকৃতির নির্জন কোলে ওরা দুটিতে মিলে হাসি গান আনন্দ দিয়ে একটি দিন মুখর করে তোলে। কিন্তু রাতে বাড়ী ফেরবার পথে অবাক হয়ে যায় ওরা। বন্যার জলে মাঝপথের সাঁকোটি ভেসে গেছে। অনুসন্ধানে জানতে পারে, পরের দিন দুপুরের আগে পি ডব্লু ডি-র নৌকো ছাড়া গাড়ী এবং মানুষের পারাপারের কোন উপায় নেই।

রাতটা কোথায় এবং কেমন করে কাটানো যায় এই চিন্তা করতে করতে ওরা এসে ওঠে মদারঘাট গ্রামের ইনসপেক্সন বাংলোয়।

*　　*　　*　　*

জোনালী মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ডাক্তার জানালেন ও মা হতে চলেছে। তবে উপায় ?

খবর আসে দীপংকরকে নাকি আরও নয় মাস আমেরিকার না না স্থানে সফর করতে হবে। তাই দীপংকরের বাবা জানিয়েছেন বিয়ে একবছর পিছিয়ে দেওয়া হল। চিন্তার কালিমা ঘনিয়ে আসে মেজর সাহেবের কপালে। যদি দীপংকর ফিরে এসে নিজের সন্তান অস্বীকার করে ! অবিশ্বাস করে জোনালীকে ! তারপর প্রতিবেশীরা যদি··· না, না, আর ভাবতে পারেন না মেজর সাহেব।

সুরু হয় লজ্জা গোপন করার প্রয়াস। গৃহভৃত্য হরনাথ রাতের অন্ধকারে জোনালীর সদ্যজাত শিশুটিকে রেখে আসে নিঃসন্তান সঙ্গীত সাধক নীল পবনের দোরগোড়ায়।

জোনালী জানত সে মৃত সন্তান প্রসব করেছে। এই দুঃসংবাদ চিঠিতে প্রবাসী দীপংকরকে জানিয়ে দিল জোনালী। সে চিঠি কি পেয়েছিল দীপংকর ?

জোনালী দীপংকরের বিবাহিত জীবনে ভুল বোঝাবুঝি এবং চরম সংঘাত ··হরনাথের অনুশোচনা···নীল পবনের দোরগোড়ায় ফেলে আসা সদ্যজাত শিশুটির মুখখানা ভুলতে পারে না হরনাথ। কেমন আছে সে ? কত বড় হয়েছে ?

খোঁড়া হরনাথ কর্মক্লান্ত দিনের শেষে নীল পবনের বাড়ীর পাশের বটতলায় কেন এসে বসে প্রতিদিন ? কিসের টানে ?

উত্তর পাবেন রূপালী পর্দায়।

লুইতপার ফিল্মসের

মণিমা

প্রযোজনা :

মনোরঞ্জন আগরওয়ালা, দেবরঞ্জন আগরওয়ালা ও নিভা বড়ুয়া

পরিচালনা : **নিপ বড়ুয়া**

সঙ্গীত : **রমেন বড়ুয়া**

গীতিকার : শ্যামল গুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণ : অনিল দুওরা ॥ সম্পাদনা : শিবসাধন ভট্টাচার্য ॥ রূপসজ্জা : বিমল মুখোপাধ্যায় ॥ প্রচার : ধীরেন মল্লিক ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুনযোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়।

কণ্ঠসঙ্গীত :

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী।

শব্দযন্ত্রী : মৃণাল গুহঠাকুরতা ॥ রসায়নাগার : ফিল্ম সারভিসেস্ ॥

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

তামোল বাড়ী চা বাগিচার কর্মীবৃন্দ, উমানাথ ভট্টাচার্য, সত্যেন গাঙ্গুলী, ৺রামবাহাদুর ও জয়দেব ঘোষ।

—রূপায়ণে—

বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, বিন্তা রাও, চন্দ্র বড়ুয়া, রুণী বেগম, বিনু খারঘরীয়া, বিরিঞ্চি ভট্টাচার্য, জলী চৌধুরী, নিপ বড়ুয়া, রঞ্জনা দেবী, শমিতা বিশ্বাস এবং মণিমার ভূমিকায় ঈশানী গোস্বামী।

বিশ্ব পরিবেশনায় :

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ কলিকাতা-১৩

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ লেনিন সরণী কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

সঙ্গীত

(১)

শোনো ওগো মনে কে মিশে যে আছরে
কে গো ছুঁয়ে ভুলিয়ে যায়
রহিলে কি দূর ও ভাবনা যায়রে
না চাহিলে বধূকে পায়।
ঐ ও বাঁশি যে বাজায়ে সুরে কে
শিহর আনে
মঞ্জরী চায়।
ঐ ও ফুলে কে চুমি দোলে দোলে
বনে বনে
রং লাগে গায়।
মানবি না তো সাদরে আজি মন
ডেকে আনরে
অন্তরে তায়।
মুগ্ধ করে আজ বর্ষার ঘোরা
প্রাণ ভোলা
মন উথলায়
মরম ভরিয়া প্রিয়ারও ছোঁয়া
এই হিয়া
তোমাকে যে চায়
এই দেখে তিয়াসে ভোলায়
মন যে চায়রে তাকি পায়।

(২)

কোন পারে এই জীবন নদীর
বাঁধো মোর নাও
কোন আশা মোর ওই তৃষাতুর
ভার নিয়ে যাও।
ঐ পারে মোর মরু উদাস
আঘাত ঝরায় ছড়ায়
সেই পারে কি বনে বনে
স্বপনে সোনায় জড়ায়
মন হায় যে টানে মধুর
শেষের খেয়ায় তাও।
এই রজনী দহিলে সহিব
এ বেদনা গোপনে বহিব
পাও বা না পাও প্রকাশ পাবেই
জোয়ার এই জীবন জুড়ে
এই জোয়ারে স্রোতে স্রোতে
চলে মোর আকাশ তরী
দুঃখই মোর জাগায় মুকুল
মনে ও যা পাও।

(৩)

সোনালী স্বপন
ভাঙিয়া এখন
রইলেনা মোর
তুমিও আপন।
অন্তরে সুধা তবু যে হায়
অলখে আজো ঝরা
বীণা কাঁদে যেন
ব্যথা নিয়া
জ্বলে যে গো
অমনি আগুন
মন ভরে আশা ফুটিয়ে যে
কেনো গো মিটিল না
নিশি জেগে কেন
কাঁদে হিয়া
কেন যে আজো
উতল মাতন।

(৪)

জানি কে অমন সোনালী বরণ
নাচি নাচি কয় নাই নাই মরণ
রঙে রঙে মরে সুবাসে মাধুরী
কোথারে তুলনা কোথায়
বনে বনে ওরে রূপালী কে সাজে
শুভদিন আলো ভরায়
কোন সে মাতন দোল দুলে যায়
মলয়ার জড়ায় চরণ।
সুরে সুরে যেন আশা জমে জমে
আহা গো আহা দোলায়
মনে মনে যার গান অম্বর চুমে
মিতা সেই শুধু গো ভোলায়
কোথা ওরা কোন দূরে যায়
পথিক আজ পাখির নয়ন।

(৫)

নতুন তোমার চরণ ধ্বনি
মোর এ গানে বাজলো নিতি রাণি
বারে বারে মন ফুল হয়ে যায়
তোমার পানে প্রাণ ধায়
আছি গো তোমার লগন গণি।
কতো নিশা মোর অশ্রু সাগরে
ডুবিছে কাঁদিয়া সুরে সুরে
জানি চিরদিন তুমি আসিয়া
ভুলায় মায়ায় হাসিয়া
আশায় রবো নয়নমণি।
দূরে দূরে মোর ছন্দে ছন্দে
বাঁধলো তোমায় কী আনন্দে
জ্বালো আলো মোর তুমি আসিয়া
উঠুক প্রভাত হাসিয়া
খোলাও গো তার সোনার খনি।

(৬)

সারা জগতে সংসার রচিলে
মন যে দোলায় কোমল ফুলে
আলো ভরে আঁখি কূলে
তারি স্নেহ ঢালে মরম্ ঝরণায়
দোল লাগে যদি অন্তর যমুনায়
মরম বাঁধন কাঁদিছে দেখ
নিয়তি যে বাদী হলে।
মেলেছে আজ হিয়া আকাশ পুলকে
আপন মাধুরী দানে বলো কে
আমারো প্রাণও কেবলি কাঁদে
ফুরায়েছে বাসি বলে।

(৭)

যায় গো যায়
সে যে চলে যায়
বৃথা তোর এই মায়ায় ও তায়
বাঁধা কেন হায়!
কে যে তোরে দূরে লয়ে যায়
কেন এমন ব্যথায় জড়ালি
ওরে তুই চলে গেলি ভুলে
মোর চোখে এতো কেন
ধারা ঝরায়।
এই যে বাঁধন
আমার সারাক্ষণ
ডাকে যেন ওই
ও আমার আপন
যদি যাবোই অমন হারিয়ে
মন সেই খেলাঘরে শুধু গো
ওই শোনায় বারে বারে
যাবি চল না আয়।